R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯৪ সাল ৩রা জুন, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲ ডাক

আইনজীবীদের কর্ম্মবিরতি চলছে, ডি, আই, জি তদন্ত করে গেলেন

রঘুনাথগঞ্জ : এস ডি পি ও র হাতে স্থানীয় বারের জনৈক আইনজীবী নিগ্রহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুর আদালতের কাজ বর্জন আন্দোলনের কোন ফয়সালা এখনও হয়নি। ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইনজীবীরা কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যান। মুখ্যমন্ত্রীর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী এ্যাডভোকেট প্রতিনিধিদের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে এবং আইনজীবী অক্ষয় ভদ্রের উপর নিগ্রহের ডাক্তারী রিপোর্ট দেখার পর ডি আই জিকে ঘটনার তদন্তের আদেশ দেন। ডি আই জি মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারকে নিয়ে গত ২৮ মে রঘুনাথগঞ্জ আসেন। এখানে আসার পূর্বে তিনি প্রহৃত অক্ষয় ভদ্রের আঘাতের তীব্রতা সম্বন্ধে জানার জন্য বহরমপুর নার্সিংহোমে যান। রঘুনাথগঞ্জে সরজমিন তদন্তে এসে তিনি স্থানীয় আইনজীবীদের সাথে ডাকবাংলোয় এক বৈঠকে মিলিত হন। জানা যায় থানায় বৈঠকের স্থান সম্বন্ধে আইনজীবীদের আপত্তি থাকার কারণেই ডাক-বাংলোয় ব্যবস্থা হয়। জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতিসহ স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আইনজীবীরা জানান, প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই পুলিশের ভয়ে সাক্ষ্য দিতে রাজী হননি। সি পি এমের স্থানীয় সংগঠক ও পুর কমিশনার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য (শেষ পৃষ্ঠায়)

সোনালী সমবায়ের অচলাবস্থা দূর হল না

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৬ মে সোনালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা সুজাপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সভা ডাকেন মুর্শিদাবাদ জেলার সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিয়ামক এবং ১৯৭৩ সালের প: বঃ সমবায় আইনের ২১(৪) ধারা মতে ও প: বঃ সরকারের সমবায় বিভাগের ইং ৫-৩-৮৭ তারিখের ৮৪৮ কোঃ অপঃ নং আদেশ বলে নিযুক্ত আহ্বায়ক মোহিতলাল মণ্ডল। কিন্তু উক্ত সমবায়ের কিছু স্বার্থান্বেষী সদস্য সেদিন সভায় কোরাম হতে দেননি। সে কারণে স্বাভাবিকভাবে সভা ভণ্ডুল হয়ে যায়। উল্লেখ্য, সোনালী সমবায়ের পরিচালক সমিতি ১৬ মে তারিখের সাধারণ সভার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে আবেদন রাখলে হাইকোর্ট ১২ সপ্তাহের জন্য ইনজাংশন জারী করেন এবং সোনালী সমবায় যে অবস্থায় আছে সে ভাবেই থাকবে বলে আদেশ দেন।

অন্যদিকে সোনালী সমবায়ের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। পূর্বে ফুলতলায় একটি দোকান ঘর ছিল, তাও উঠে গেছে। ব্যাঙ্কের খাতায় সমবায়ের নামে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ঋণ বাকী পড়ে আছে। কয়েক বছরের অডিট রিপোর্ট পেশ করা হলেও তা মূল্যহীন। কেন না মাঝে বেশ কয়েক মাসের কোন হিসেবপত্র অডিট রিপোর্ট-এ উল্লেখ করা হয়নি। জানা যায়—ঐ ক'মাসের খাতাপত্র নাকি চুরি হয়ে গিয়েছে যার জন্য অডিট রিপোর্টে ঐ সময়ের হিসেব তোলা সম্ভব হয়নি। বেশ কিছু সদস্য আমাদের প্রতি-নিধিকে জানান—অচলাবস্থা কাটিয়ে সোনালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডকে পুনরায় চালু করার জন্য চেয়ারম্যান মহঃ মুশার উপর চাপ সৃষ্টি করেও তাঁরা কিছু করতে পারেন নি।

তথ্য চিত্র প্রদর্শনী বাতিল

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে তথ্য-চিত্রের সমস্ত প্রদর্শনী কোন কারণ না দেখিয়েই বাতিল করা হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, এপ্রিল মাসে তথ্য দপ্তরের মেমো নং ৮৫(৪) তারিখ ৩-৪-৮৭ মারফৎ বিভিন্ন অঞ্চলের অন্ততঃ পনেরটি গ্রামে তথ্যচিত্র দেখানো হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু তা পূরণ করা হয়নি। মহকুমা তথ্য দপ্তর ঐ পরিকল্পনা মত কাজ করার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কি কারণে ঐ পরিকল্পনা বাতিল হলো তা আজ পর্যন্ত তথ্য দপ্তর খোলাখুলি কিছুই জানান নি। উল্লেখ্য, নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত তথ্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন গ্রামে তথ্য চিত্রের প্রদর্শনী সঠিকভাবেই চলে, কিন্তু নির্বাচনের পর পরই গাড়ী, অপারেটর, নতুন মেসিন থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল হলো কেন সে সম্বন্ধে জানতে চেয়ে স্থানীয় অনেক ক্লাবের কর্মকর্তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়েছেন বলে জানা যায়।

ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধে শম্বুকগতি

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লকের চাষীদের বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যাঙ্ক ঋণদানে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক শীর্ষস্থানে বলে প্রকাশ। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, দেওয়া ঋণ কেউ সঠিকভাবে পরিশোধ করছেন না। এমন কি এ ব্যাপারে অঞ্চল কিংবা ব্লক কর্মকর্তারাও কোন যোগ্য ব্যবস্থা নিতে চাইছেন না। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এ পর্যন্ত স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ৬০ জন বেকারকে ঋণ দিয়েছেন। আরো ১৬ জনকে প্রকল্প অনুযায়ী ঋণ দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। কিন্তু ঐ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ আদায় আশানুরূপ হচ্ছে না বলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঋণ দানে দ্বিধা বোধ করছেন।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

শাসনের ন্যায়দণ্ড

প্রাণী মাত্রই চারিটি রিপুর শাসনে চলিতে বাধ্য হয়। এই চারিটি রিপু হইল কাম-ক্রোধ-লোভ ও মোহ। কিন্তু মনুষ্য শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়াই হয়তো তাহার মধ্যে আরো দুইটি রিপু বলবান। সেই দুইটি হইল মদ ও মাৎসর্য্য। আমাকে আমার পারিপার্শ্বিক সকলের অপেক্ষা বড় হইতে হইবে এই আকাঙ্খা মানুষকে কুপথে চালিত করিয়া অনেক অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত করাইয়া থাকে। সকলের চেয়ে বড় হইবার বাসনা, ধনসম্পত্তি প্রভুত্বের অধিকার লাভ এইগুলিই মানুষকে অন্যায় কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। সকলেই ভাবে আমি সকলের উপর আমার শাসনদণ্ড ঘুরাইব আর তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া আমাকে সেলাম করিবে। বিনা আপত্তিতে আমার ব্যবহারকু হইলেও সমর্থন ও সহ্য করিবে—মদগর্বে গর্বিত মানুষ মাত্রেই এই প্রত্যাশা করে। অন্য ব্যক্তির নিকট সম্মান আদায় করিব কিন্তু কাহাকেও তাহার ন্যায্য সম্মান দিব না এই মনোবৃত্তি অহংভাবের গোড়ার কথা। এই মনোবৃত্তি যাহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে না পারে তাহার জন্যই শাসনের দণ্ড বহুবিধ বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা থাকে। যাহাতে শাসনকর্তারা দুর্বিনীত না হইয়া পড়েন তাহার জন্যই লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে জননেতাদের পরামর্শে বিবিধ আইন প্রণীত হয়। এই আইন প্রয়োগের জন্য দেশের বিচার ও শাসন বিভাগে উচ্চ ও নিম্নস্তরের প্রশাসক নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। যদি মহকুমার কোন প্রশাসক অন্যায় অত্যাচার করেন, শাসনের ন্যায়দণ্ড হাতে পাইয়া অন্যায় আচরণ করেন, তবে তাঁহার বিচারের জন্যই ঊর্দ্ধতন প্রশাসক নিযুক্ত রহিয়াছেন। সেইক্ষেত্রে অন্যায়কারী নিম্নস্তরের প্রশাসককে আইনের ধারা অনুযায়ী অপরাধী হইলে যাবতীয় শাসন ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত করিয়া ঢোঁরা সাপের মত বিষহীন করিয়া রাখার বিধানও রহিয়াছে। তথাৎ তাঁহাকে সমঝাইয়া দেওয়া হয় মদগর্বিতার ফলাফল তাঁহাকে ভোগ করিতেই হইবে। শাসনের ন্যায়দণ্ড হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। যদি কোন অন্যায়কারী প্রশাসকের বিচার করিতে ঊর্দ্ধতন প্রশাসকমণ্ডলী কিংবা মন্ত্রী পরিষদ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েন তবে বুঝিতে হইবে দেশ পরিচালনায় তাঁহারা অযোগ্য।

অন্যায়কে প্রশ্রয় দান করিলে একদিন না একদিন দেশবাসীর কাছে এই প্রশ্রয় দানের কৈফিয়ৎ তাঁহাদিগকে দিতেই হইবে। ন্যায়ের দণ্ড কাহাকেও ক্ষমা করে না। চারণ কবি মুকুন্দ দাস তাই সরবে ঘোষণা করিয়া গয়াছেন—

সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্রদীপ্ত
মূর্তিমান।

অতিমানবের কোপ—

দুর্মুখ

মানবের মধ্যে যাঁরা সর্বগুণান্বিত তাঁরাই অতিমানব। অবশ্য গুণগত তারতম্যে অতিমানবদের মধ্যে ভেদ রয়েছে। সত্বগুণের আধিক্য যাঁর মধ্যে রয়েছে তিনি সাত্বিক অতিমানব। রজগুণের প্রাধাণ্যে রাজসিক অতিমানব। তমের ভাগ বেশী থাকিলে তামসিক অতিমানব। আমাদের বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যরা যে অতিমানব তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁদের মধ্যে রাজকয় গুণের প্রভাব থাকাই উচিৎ, কিন্তু যেহেতু বর্তমানে আমাদের বিধানসভায় সরকার পক্ষ বস্তুবাদী সেহেতু তাঁরা সত্বরজ গুণ ত্যাগ করে তমোগুণের ভজনা করে থাকেন। মনের মুকুরে যা প্রতিফলিত হয়, মুখের ফোকরে তা বেজে উঠাই স্বাভাবিক। তাইতো বিধানসভায় আলকাপের সংলাপ শোনা যাচ্ছে। সেদিন মাননীয় মন্ত্রী চক্রবর্ত্তী মশায় রাগের চোটে বলে বসলেন—সংবাদিকরা সব দেহপসারিণী! আহা কি মধুবাক্য! একথা শুনে সাংবাদিকদের কি অবস্থা। এমন লাগসই বিশেষণ অন্য কেউ কি দিতে পারতেন! তাঁরা অভাবে স্বভাব নষ্ট করেছেন। দেহ না হলেও সংবাদ বিক্রি করেই খান। তা করতে গিয়ে তাদেরকে খান খান করে আপনাকে বিলিয়ে দিতে হয় সম্পাদক আর সংবাদপত্রের মালিকের পদতলে। তাঁরাই তাদের 'বাবু'। আর শ্রীমান মন্ত্রীমহোদয় ভুলে গেছেন এই কদিন আগেই তিনি 'সবার পদে নামিয়ে মাথা/ঘুরে এলেন যেথা সেথা।' সকলকে ডেকে ডেকে বললেন—'আমার প্রতি সদয় হোন/আমিই এ এলেকার আপনজন।' এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল একটি শ্লোক—এক পতি ভবেৎ সতি/দ্বি পতি চ দ্বিচারিণী/ত্রি পত চ ভবেৎ বেশ্যা/শতেন চ বৈষ্ণবী। সাংবাদিকরা দেহ পসারিণী বা বেশ্যা যদি হন (চক্রবর্ত্তী মশায়ের মতে), সে ক্ষেত্রে মন্ত্রী মহোদয়রা নিশ্চয়ই বৈষ্ণবী। অবশ্য এঁরা তমোগুণসম্পন্ন অতিমানব। এঁদের পক্ষে সকলই সম্ভব। এঁরা যাই বলুন আর তাই বলুন তা বেদবাক্য স্বরূপ। তবুও এঁরা প্রণম্য। দাদাঠাকুরের ভাষায় বলি 'আমরা তোমাদের প্রণাম করি।' তোমরা নানা গুণে বিভূষিত, মোহন ভ্রান্তি বিশিষ্ট আমাদের অপেক্ষা বহুল ধন-মান-যশ-যুক্ত। অতএব আমরা তোমাদের প্রণাম করি। তোমরা হর্তা দেশীয় অপগণ্ডের; তোমরা কর্তা—স্ব-স্ব গৃহিণীর, তোমরা বিধাতা আশ্রিতাগণের (দলীয় ক্যাডারদের)। অতএব আমরা তোমাদের প্রণাম করি। তোমরা একরূপে বিধানসভায় বিরাজমান। আর রূপে ফ্রন্ট কমিটীতে দৃশ্যমান, আর এক রূপে আপন দলে দীপ্যমান। হে বহুরূপীসদৃশ অতিমানব আমরা তোমাদের প্রণাম করি। তোমাদের সত্বগুণ প্রকাশিত ভোটের পূর্বে, রজোগুণ প্রকাশিত নির্বাচিত হইবার পর মুহূর্ত্তে, আর তমোগুণ প্রকাশিত মন্ত্রী আসনে উপবিষ্ট হইয়া। হে ত্রিগুণ বিভূষিত অতিমানব আমরা তোমাদের প্রণাম করি। ডাণ্ডাধারী ক্যাডারদের দ্বারা আবৃত হইয়া তোমরা পাণ্ডা, মন্ত্রীপদ রক্ষায় হস্তকণ্ডুয়নে চির অভ্যস্ত তোমরা ফ্রন্ট কমিটিতে ডিটো মারা অনুগৃহীত ভক্ত। আর ভবিষ্যতে পরধনে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া দলীয় নেতাদের গুণকীর্ত্তন করিবে আর ত্যক্তনিষ্ঠীবনবৎ অপর সকলকে (জনগণকে) দূরে নিক্ষেপ করিবে। অতএব হে সর্বগুণান্বিত অতিমানব তোমাদের আমরা প্রণাম করি। তোমরা ব্রহ্মা কেননা বহু দলের সৃষ্টি করিয়াও একত্রে ফ্রন্ট করিয়াছ; তোমরা বিষ্ণু কেননা ধনী ও ব্যবসাদারদের সম্মুখে অবহেলা করিলেও চাঁদারূপে কমলা হইয়া তাহারা তোমাদের কৃপা করেন। তোমরা শিব, কেননা তোমাদের পাশে পাশে ক্যাডাররূপী নন্দী, ভৃঙ্গী ষণ্ডাদি রহিয়াছে। অতএব ভয়ে-ভীতিতে তদগত হইয়া আমরা তোমাদের প্রণাম করি। তোমরা দিবাকর, তোমরা সকলের চক্ষে আলোক দেখাইতেছ। তোমাদের কৃপায় আমাদের মতো দৃষ্টিহীনদেরও চোখ ফুটিতেছে। তোমরা অগ্নি কেননা ব্যাকরণদুষ্ট ভাষা দুর্ভাষার মত তোমাদের মুখে খই-এর ন্যায় ফুটিতেছে আর আমরা তাহা অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছ। তোমাদের কত লীলা দেখিতেছি। সাংবাদিকরা অর্থের বিনিময়ে সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তোমাদের চক্ষে দেহপসারিণী; আর তোমরা পরের পয়সায় বাবুগিরি করিয়া, টেরি ফিরাইয়া, মুখে হাভানা চুরুট ধরাইয়া বিদেশ ভ্রমণে গিয়াও সর্বসৎগুণের অধিকারী। হে লীলাময়ী বৈষ্ণবীকুল তোমরা আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া আমাদের সপ্তপুরুষসহ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ কর।

মাছির উপদ্রবে ফসল নষ্ট

সাগরদীঘিঃ সম্প্রতি রামনগর গ্রামে পটলের ক্ষেতে এক জাতীয় মাছির উপদ্রব দেখা যাচ্ছে। ফলন্ত আমেও ঐ মাছির উপদ্রবে আমের ফসল মার খাচ্ছে। প্রকাশ, মাঠের পটল ঘরে তোলার আগেই মাছির উপদ্রবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমের উপর ফুটো হয়ে রস ঝরছে। ফলে এ অঞ্চলের কৃষিজীবীরা ও বাগান মালিকরা খুবই দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

প্রদীপের নীচে অন্ধকার

ফরাক্কা : এন টি পি সি-র দরজার গোড়ায় নবারুণ পয়েন্ট বিদ্যুৎ অভাবে অন্ধকার অথচ এখানে বড় বড় সংস্থা এবং দোকান আছে। যেমন এ বি সি লিমিটেড, অক্সিজেন ইণ্ডিয়া, ফেডারিট স্মল ইনডেষ্টমেণ্ট প্রভৃতি। গরমে তাঁদের প্রাণ যায়। অথচ কয়েক গজ দূরেই এন টি পি সিতে বিদ্যুতের অঢেল অপচয় হচ্ছে। এ ব্যাপারে এন টি পি সির জনৈক প্রতিনিধিকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—এন টি পি সির চত্বরের বাইরে অর্থাৎ নবারুণ পয়েন্টে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই।

স্বল্প সঞ্চয় আলোচনা চক্র

গত ২১ মে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের অধীন জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস বাড়ালায় স্বল্প সঞ্চয়ের উপর একটি আলোচনা চক্র হয়। অনুষ্ঠানে রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের জেলা আধিকারিক, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার, পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপস্থিত জনসাধারণ স্বল্প সঞ্চয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন। সর্বশ্রেণীর মানুষ যাতে স্বল্প সঞ্চয়ে টাকা বিনিয়োগ করেন সে বিষয়ে বক্তারা উপস্থিত জনসাধারণকে সক্রিয় হবার অনুরোধ জানান। ১৯৮৬-৮৭ সালের ৭০ লক্ষ টাকার নির্দ্ধারিত লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে ৫৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৫০ টাকা সংগৃহীত হয়। (মহকুমা তথ্য দপ্তর)

মুক্তির সংগ্রামে ভারত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত' শীর্ষক আলেখ্য গ্রন্থখানি মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি করণ, ১, শহীদ সূর্য্য সেন রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর থেকে বিক্রী করা হচ্ছে। মূল্য ত্রিশ টাকা মাত্র। আগ্রহী ক্রেতাগণকে সত্বর উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘু ১৬৬

সাংবাদিকরা দেহ পসারিণী

ছড়াদার

সব মাটিরে সব মাটি.....
বেঁটে খাটো চক্রবর্তী করলো
কি এক ঝঞ্ঝাটই।

সব মাটিরে সব মাটি.....
ভেবেছিলাম এ বছরে
হবো বড় মহান্ত রে
অবুঝ বেঁটে চক্রবর্তী বাধালো
কি লটঘটি ?

সব মাটিরে সব মাটি !
না ভেবে ভাই না চিন্তে
কইলো কথা রাজ সভাতে
সাংবাদিকরা বেশ্যা মেয়ে
সবাই দেহ পসারিণী !

এখন তার ঐ কথার বোঝা
মাথায় বহা নয়তো সোজা
সামাল দিতে আমাদের যে
সইতে হবে হয়রাণি।

চক্রবর্তী সবার দাদা
হলে কি হয় মস্ত হাঁদা
নইলে কি আর বেঁফাস কথা
কইতে পারে চট করে।

সাংবাদিকরা আমরা মানি
সবাই দেহ-পসারিণী
মুখের উপর সে কথা ভাই
কইলে কার না রাগ ধরে।

তারা এখন বাইরে গিয়ে
কইবে কথা কান ভাঙ্গিয়ে
এখন ঠেলা সামলাবে কে
ঘামছি বসে দরবারে।

বাবা বাছা যতই করি
তাদের এখন মুখটি ভারী
কলমবাজরা হামলাবে যে
পড়বে এসে কার ঘাড়ে।

মহকুমা ব্যবসায়ী সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : ৩ জুন স্থানীয় সুপার মার্কেটে জঙ্গিপুর মহকুমা ব্যবসায়ী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন জঙ্গিপুরের পৌরপিতা পরমেশ পাণ্ডে এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ফেডারেশন অফ ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গলের সভাপতি মুকুন্দ সাহা। সমাগত অতিথি ও সদস্যদের প্রতি স্বাগত ভাষণ জানান আশুতোষ চক্রবর্তী। মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে ভাষণ দেন মিঠু ঘোষাল। বলরাম চক্রবর্তীকে সভাপতি ও বরুণ রায়কে সম্পাদক করে ৪১ জন সদস্য নিয়ে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

আইনজীবীদের কর্ম্মবিরতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডি, আই, জির সঙ্গে দেখা করে এই ঘটনায় এস, ডি, পি, ওর আচরণের উগ্রতা স্বীকার করলেও 'হ্যাপি এণ্ড'র কামনা করেই তিনি মত প্রকাশ করেন বলে জানা যায়। পুলিশের পক্ষে জনৈক জামাদ সেথ, আইনাল সেথ ও সোহরাব সেথ সাক্ষ্য দেন। আইনজীবীরা ঐ তিন সাক্ষীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, ওরা সমাজ-বিরোধী। ওদের বিরুদ্ধে পুলিশের খাতায় নানা অভিযোগ রয়েছে। প্রয়োজনে নথুদ তাঁরা ডি,আই, জির হাতে তুলে দেবেন। উকিলদের কর্ম বিরতিতে সাধারণ মানুষের দুর্দশা চরমে উঠেছে। সে কারণে ডি, আই, জির আগমনে অনেকেই আশা করেন খুব শীঘ্র একটা সম্মানজনক মীমাংসা হতে পারে। আইনজীবী সূত্রে জানা যায়, মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী ২ জুন মধ্যে একটি সমাধান সূত্র বার করবেন বলে আশা দেন। গত ২ জুন মুর্শিদাবাদ জেলা বারের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল কলকাতার ওয়েষ্ট বেঙ্গল বার কাউন্সিলের সভায় যোগ দেন। এখানে স্থির হয় বার কাউন্সিলের এক প্রতিনিধি দল ৪ অথবা ৫ জুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে ডেপুটেশন দেবেন। তাঁরা ২ জুন ডেপুটি স্পিকারের সঙ্গেও দেখা করেন। আগামী ৬ জুন বহরমপুর বিমল কালচারাল হলে এক আলোচনা সভায় কাউন্সিলের সভ্যরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য মিলিত হবেন আরোও জানা যায়, জেলা বারের সভ্যরা বার কাউন্সিলের কাছে তাঁদের কর্মবিরতি আন্দোলনকে চালু রাখতে ৫০ হাজার টাকার অনুদান চেয়েছেন।

ল'ইয়ারস্‌দের মন্তব্যে আদালত কর্মীরা ক্ষুব্ধ

রঘুনাথগঞ্জ: গত ২৫ মে এস, ডি, জে, এমের চেম্বারে স্থানীয় বারের কয়েকজন আইনজীবী আদালত কর্মীদের বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করায় কর্মীরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আইনজীবীদের কর্ম বিরতির পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় এস, ডি, জি, এম কোর্ট কয়েকজন আসামীকে স্থানীয় জামিনদারদের জামিননামা বলে জামিনে মুক্তি দেন। জামিনদারগণকে আদালতের দু'জন সনাক্ত করেন। এ ব্যাপারে আইনজীবীরা নাকি মন্তব্য করেন জামিনদারদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে ওই কর্মচারীরা তাঁদের সনাক্ত করেন। এই মন্তব্যের ফলে কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয় ও তাঁরা গত ২৬ মে এক সভায় আইনজীবীদের ঐ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন ও বার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির কাছে ঐ প্রতিবাদের অনুলিপি পাঠিয়ে তাঁদের মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণের দাবী জানান। পরে দু'পক্ষের সমঝোতায় ঘটনার নিষ্পত্তি ঘটে।

কৃষি সংবাদ

আগামী ১২ই-১৪ই জুন ১৯৮৭ এ জেলার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলে 'অখিল ভারতীয় আম্র' প্রদর্শনী হবে। ১১ই জুন ১৯৮৭ বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতার জন্য আম ও আমজাত দ্রব্যাদি যথা চাটনী, আচার, স্কোয়াস, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি গ্রহণ করা হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় মহকুমা কৃষি আধিকারিক/কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক/কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক মহাশয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। ১৪ই জুন ১৯৮৭ তারিখে সকল প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

আম ও আমজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনকারীদের যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ১৩ই ও ১৪ই জুন '৮৭ সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনী খোলা থাকবে।

বিঃ দ্রঃ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য এবং প্রদর্শনী দর্শনের জন্য কোন প্রবেশ মূল্য লাগবে না।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ জেলা কর্তৃক প্রচারিত।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

বিশ্ব বিখ্যাত
লারসেন অ্যাণ্ড টুব্রোর সিমেণ্ট
নিশ্চিন্তে ব্যবহার করুন
কারণ এর—
★ উচ্চতর শক্তি
★ সুনিশ্চিত মূল্য
★ অপরিবর্তনীয় উৎকর্ষ
যা বাজারের অন্য কোন সিমেণ্টের মধ্যে পাওয়া যায় না।
পশ্চিম জার্মানীর কুশলী সিমেণ্ট বিশেষজ্ঞদের নবতম আবিষ্কার। ইহা উচ্চশক্তি সম্পন্ন। যে কোন নির্মাণ কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। ঢালাই ও প্লাষ্টারিং-এর কাজে দ্রুত জমাট বাঁধা এবং পরিমাণে কম লাগে।
লারসেন অ্যাণ্ড টুব্রোর সিমেণ্ট মানেই নিরাপত্তার সুনিশ্চিত গ্যারাণ্টি
সত্বর যোগাযোগ করুনঃ
অনুমোদিত ষ্টকিষ্টঃ এস, এল, মুন্দ্রা
জঙ্গিপুর ফোনঃ ২১
এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাওয়া যাচ্ছে
যোগাযোগ করুনঃ গৌতম ফার্মেসী, হাসপাতাল মোড়

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেণ্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অরুণ পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।